দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 30 JAN 2008
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৩

শিক্ষার্থীদের ঘোষণা

সকল ছাত্রের মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত মাথায় লাল ফিতা

॥ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্য কারামুক্ত ছাত্র শিক্ষকরা সকল রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি দা করেছেন। মঙ্গলবার অপরাজেয় বাংলা পাদদেশে ছাত্রলীগ সমর্থিত 'ছাত্রবন্ধু আয়োজিত সংবর্ধনা ও সংহতি সমাবেশে তা এ দাবি জানান। (১৫শ পৃঃ ১-এর কঃ দ্র

সকল ছাত্রের মুক্তি

(১৬শ পৃঃ পর)

সংবর্ধনা অনুষ্ঠান থেকে শিক্ষার্থীরা সারাদেশে সকল ছাত্রের নিঃশর্ত মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত মাথা লালফিতা বাঁধা অব্যাহত রাখার ঘোষণা দেন।

অনুষ্ঠানে কারামুক্ত শিক্ষক অধ্যাপক ড সদরুল আমিন বলেন, হিংসা-বিদ্বেষ চাই ন আমরা শান্তি চাই। দেশে শান্তি বজায় রাখতে হ অবিলম্বে জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করা প্রয়োজন।

অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেন বলেন স্বাধীনতার ৩৬ বছর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষকদের ওপর অমানবিক নির্যাতন কর হয়েছে। গণতন্ত্রের জন্য বন্দী দুই নেত্রীর মুক্তি প্রয়োজন। তিনি রাজধানীর তিতুমীর কলেজের উইবট কলেজের বন্দী ছাত্রদের মুক্তি দাবি করেন

অধ্যাপক ড. হারুন-অর-রশীদ বলেন নৈতিক শক্তি বড় শক্তি। এই শক্তি নি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজয় হয়ে আসছে।

অধ্যাপক ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক বলেন, বিচা বিভাগ স্বাধীন হয়েছে, রাজনৈতিক বন্দীসহ সবা বিচার করা হোক। জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার ক অবিলম্বে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার জন্য তি সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। দুপুর ১২ টা ছাত্রবন্ধুর ব্যানারে সংবর্ধনা ও সংহতি সমাবেশ শু হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতেই কারামুক্ত ছাত্র-শিক্ষ ছাড়াও আগষ্টের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় দায়ের ক বিভিন্ন মামলায় অভিযুক্তদের ফুলের মালা দিয়ে বর করে নেয়া হয়।

রোটনের মুক্তির দাবি

সংহতি সমাবেশ শেষে ছাত্রলীগের নেতৃবৃ অবিলম্বে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মাহফুজু হায়দার চৌধুরী রোটনের মুক্তির দাবি জানান নেতৃবৃন্দ বলেন, গ্রেফতারের ফলে তার শিক্ষ জীবনে ব্যাঘাত ঘটছে।